Sem – VI

(From the desk of – Dr. Amrita Banerjee) Class – Notes DATE 10th April 2020

পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে চীন-ভারতের প্রভাব

এক রাষ্ট্রের সঙ্গে আর এক রাষ্ট্রের সম্পর্ক শুধু তাদের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর নির্ভর করে না, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অবস্থান এই সম্পর্কগুলোর সম্ভাবনাকে বহুলাংশে নির্ধারণ করে।

বিশ্ব রাজনীতির একটা ব্যাখ্যা আছে। বাস্তববাদীরা মনে করেন, পৃথিবীর ক্ষমতার মেরুকরণ বৃহৎ শক্তিদের উত্থানগুলোকে চালিত করে। শক্তিশালী দেশগুলো ক্ষমতার ভারসাম্য যাতে থাকে নিশ্চিতকরণের চেষ্টা করছে। যখন ক্ষমতার পরিবর্তনের উৎসগুলো বিশ্লেষণ, তাদের মতে, একটি বিশ্বশক্তির প্রতিপত্তির পতন শুরু হয় অন্য একটি শক্তির উত্থানের মধ্য দিয়ে এবং বিশ্ব রাজনীতির শান্তি ও সুস্থিরতা নির্ভর করে ক্ষমতার প্রতিপত্তির উপর, ভারসাম্যের উপর নয়। তাদের পৃথিবীর অবস্থা এখন। মার্কিন শক্তি কিছুটা দুর্বল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমেরিকা দুনিয়াতে চিন্তা করলে আজও পৃথিবীকে এক মেরুবিশিষ্টই দেখায়। অন্যদিকে চীনের ক্রমবর্ধিত উত্থান এশিয়ার রাজনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। ভারতের বিদেশনীতি অনেকটা এই দুই শক্তির বিরোধ ও মিত্রতার উপর নির্ভরশীল। এশিয়ার মহাদেশের অন্যতম বৃহৎ শক্তি হিসেবে ভারতের উত্থান বিশ্ব রাজনীতির এই কেন্দ্রীয় প্রবণতাকে স্বীকার করেই গড়ে উঠেছে।

পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতি যথেষ্ট জোরদার নয়। এর সুযোগ নিয়ে চীন এই অঞ্চলে তার প্রভাব বহুদূর বাড়িয়েছে। তবে পাকিস্তানের অবিরাম

Neelgagan

Scanned with CamScanner

বৈরিতা ও চীন পাকিস্তানের নিবিড় সখ্য ভারতের শক্তিবৃদ্ধির পথে বড় বাধা। নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় চীনের প্রভাব বর্ধমান, বাংলাদেশে ক্ষমতার পট বদলালে সে দেশেও চীনের উপস্থিতি ও প্রভাব বাড়বে, ভারতের অর্থনীতি চীনের এক-চতুর্থাংশ মাত্র। ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার আশাব্যঞ্জক বটে, কিন্তু দুই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবধান দীর্ঘদিন বজায় থাকবে। ফলে অন্যান্য ছোট দেশের কাছে চীনের আপেক্ষিক গ্রহনযোগ্যতাও কমবে না। অর্থনিতির হাত ধরে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশও ঘটে চলবে। ভারত দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধির পথে হাঁটতে না পারলে দক্ষিণ এশিয়ার যে ক্ষমতার সমীকরণ দেখা দেবে সেটা তার অনুকূল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।